



দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক পত্রিকা



রোিঃ নম্বর-৮-৮৯ ৷ ৩৬তম বর্ষ ২০২১ তম সংখ্যা ৷ ২৭ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ৷ ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরি ৷ Tuesday 2 November 2021 ৷ ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৬ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone



ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী বলেছেন, করোনাকালে আইআইইউসি আঞ্চলিক অর্থে বীর্ষদিন বন্ধ ছিল না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আমরা নিরন্তর সচেষ্ট ছিলাম। একাডেমিক কার্যক্রম যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সক্রিয় রাখা হয়েছিল। কিছু কথা না বললে নয়, এই করোনাকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে আইআইইউসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে রদবদল আনে। আমাকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং গত ৬ মার্চ আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমি এসেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তখনই অবস্থায় পাই। কিন্তু আমি দায়িত্ব নেয়ার পর শিক্ষা কার্যক্রমকে একদিনের জন্যও স্তব্ধ হতে দিইনি।

তিনি বলেন, শারীরিক উপস্থিতিতে পাঠদান এবং ভার্চুয়াল ক্লাসের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার করোনা মহামারি উপেক্ষা করারও সুযোগ নেই। ওই বিবেচনায় যদি বলি, তাহলে বলতে হবে- করোনায় শিক্ষা ক্ষতির মুখে পড়েছিল। এই ক্ষতি পোষাতে প্রথমেই আমরা শিক্ষার্থীদের আর্থিক ও মানসিক চাপ কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ব্যাপকভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত এবং শ্রেণিকক্ষমুখী করতে আমরা দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

আইআইইউসির কার্যক্রম স্তব্ধ হতে দিইনি

করোনাকালে সবচেয়ে বড় আঘাতটি লেগেছে শিক্ষাখাতে। শিক্ষকদের সরাসরি সান্নিধ্যে থেকে, বন্ধুদের সঙ্গে মতবিনিময় করে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা লাভ করত, প্রায় এক ৯ মাস ধরে তা থেকে তারা বঞ্চিত। এসব উত্তরণে আইআইইউসি যা করেছে তা নিয়ে পূর্বকোণের সঙ্গে কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি।

তিনি আরও বলেন, কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা কাটিয়ে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলেছে। করোনাকালে শিক্ষার্থীদের কেউ বাবা, কেউ মা, কেউ ভাই-বোন হারিয়েছে। এই স্বজন হারানোর বেদনার সাথে শিক্ষকদেরও একাত্মা ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ট্রমা কাটিয়ে উঠানোর জন্য শিক্ষকদেরকে পাঠদানের পাশাপাশি কাউন্সেলিংয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদান সারাদেশে একটা বিপ্লব সাধন করেছে। আইআইইউসি এই বিপ্লবের প্রথম সারির অংশীদার। আইআইইউসি চট্টগ্রাম উচ্চশিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসি'র মূল্যায়ন চিত্রে দেশের প্রাইভেট ভাসিটিগুলোর মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ ৯'র অন্যতম এবং চট্টগ্রামে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। ৪৫ একর জমির উপর নিজস্ব ক্যাম্পাসে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষাধিক বর্গফুট জায়গায় ৪২টি ভবনে আইআইইউসি'র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিন শতাধিক

সার্বক্ষণিক শিক্ষকসহ প্রায় চারশত শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করছেন। আইআইইউসি একটি জাতীয় সম্পদ; কোনো দল বা গোষ্ঠীর নয়। এটি চট্টগ্রামবাসীর অহংকার।

তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট রেলস্টেশন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়ন, ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট এবং আরো কিছু একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। এছাড়াও সরকারের একাধিক মন্ত্রী মহোদয়ের আশ্বাস ও

সহযোগিতায় আইআইইউসি ক্যাম্পাসে আইটি জোন, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা আমার রয়েছে। একাডেমিক কাজগুলোকেও একটা সুস্বচ্ছল কাঠামোয় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের যে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন তা সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত পূরণ করতে চলেছি।

